প্র সা দ র ঞ্জ ন রা য়

কেশকর্তন, শোভাবর্ধন, অঙ্গমর্দন এবং ...

যদি অনিল ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া না করে, তবে চুল কাটা সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলতে চাই। ব্যাপারটা খানিকটা আত্মজৈবনিক, কারণ যখন যেখানে থাকি তখন সেখানেই কাছাকাছি চুল কাটতে আমরা বাধ্য। আর মোটামুটি মাসে একবার চুল কাটা ছোটোবেলায় নিয়ম ছিল। বড়ো হয়ে সে নিয়মের কিছুটা ব্যত্যয় ঘটলেও এ যাবৎ ৭০০ বারেরও বেশি চুল কেটেছি নিশ্চয়। সুতরাং চুল কাটার ইতিহাস আত্মজীবনীর একটা উপাদান হতে পারে বই কি!

প্রথমেই মাথার চুল সম্পর্কে দু-চারটে কথা। চুল তৈরি হয় প্রধানত কেরাটিন-জাতীয় প্রোটিন দিয়েই, নখেরই মতন। গড়ে মানুষের মাথায় নাকি এক লক্ষ চুল থাকে (সুতরাং ঠাকুমা-দিদিমাদের আশীর্বাদ মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক, ফললে জনসংখ্যা সমস্যা অনেক বেড়ে যেত), তাতে আবার 'ব্লন্ড' আর 'ব্রুনট'দের নাকি অনেক পার্থক্য। গুনে দেখিনি, তাই বলতে পারছি না। একটি চুলের ব্যাস নাকি ১৭ থেকে ১৮০ মাইক্রন আর ওজন গড়ে ২৫০ মাইক্রোগ্রাম। এ হিসেবে এক মাথা চুলের ওজন ২৫ গ্রাম মাত্র, তবে মেপে দেখিনি বলে সঠিক বলা মুশকিল। তবে চুলের গড় আয়ু ৬ বছর, তার পরে আপনি পড়ে যায় ও নতুন চুল গজায় (মানে আমার বয়সে না পৌঁছোলে), দৈনিক ৪০ থেকে ১০০টা চুল আপনি পড়ে। তবে পড়ে আশ্চর্য হলাম, গড়ে চুল বাড়ে বছরে ১৫ সে.মি, মানে মাসে আধ ইঞ্চি। তবে মাসে মাসে চুল কাটার কী প্রয়োজন? অথচ ওটাই ছিল আমাদের ছোটোবেলার অমোঘ নিয়ম। সরু এবং হালকা হলেও চুলের ধারণক্ষমতা যথেষ্ট—১০০টা চুলের বান্ডিল দিয়ে নাকি ১০ কেজি ওজন ঝোলানো যায়। ছেলেবেলায় যাদের চুল ধরে মাস্টারমশাইরা ডেস্কের

থেকে টেনে বার করেছেন, তারাই বলতে পারবে কতটা টান চুল সহ্য করবে আর তাতে কতটা লাগে! বুদ্ধিমানরা এজন্য চপচপে করে তেল মেখে স্কুলে আসত। গিনেস বুক অফ রেকর্ডস অনুসারে দীর্ঘতম চুলের রেকর্ড প্রায় ২০ ফুট, যদিও দাড়ি নাকি ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। একবার দাড়ি গজাতে গিয়ে দেখেছি, মাঝের খোঁচা খোঁচা স্তরটা পেরিয়ে এক-দুই ফুটে পৌঁছোনোই বেশ কষ্টকর—২০/৩০ ফুট তো দূর অস্ত! অবশ্য অনিল তার অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপারটা ভালো বলতে পারবে।

সে যাই হোক, ছোটোবেলায় থাকতাম যতীন দাস রোডে ভাড়াবাড়িতে। সেখানে প্রতি মাসে নাপিত আসত এবং একতলার পিছনের খোলা বারান্দায় খবরের কাগজে মুণ্ডু গলাবার মতন একটা ফুটো করে জ্যাকেটের মতন পরে চুল কাটতে হত। মা-কাকিমাদের সজাগ দৃষ্টিতে নাপিত অবশ্য বেশ মোলায়েম স্বরে মাথা নাড়াতে বারণ করত। তবে সমস্ত পাড়াতুতো দাদা ও ভাইরা সামনের গলিতে ভিড় করে ব্যাপারটা দেখত এবং নানারকম উপদেশ দিত। যে ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ ছিল না। ছয়-সাত বছর বয়স হলে বাবা নিয়ে গেলেন লেক ভিউ রোডের মোড়ে জয় হিন্দ বিউটি সেলুনে। এবার কৌতূহলী দৃষ্টি আর উপদেশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল বটে, কিন্তু একটু নড়াচড়া করলেই নাপিত-ভায়া বেশ চড়া গলায় বলতেন, কান কেটে উড়ে যাবে। এ পর্যন্ত কিন্তু কাউকে দেখিনি যার চুল কাটতে গিয়ে কান কেটে উড়ে গেছে! গল্পের বইতে পড়েছি তিন আনা-ছয় আনা-নয় আনা ছাঁটের কথা, তবে আমার ছাঁট নির্ধারণ করত বাবার একটি অমোঘ বাক্য—'ছোটো করে কেটে দিও'। ১০ বছর বয়সে সেখান থেকে এলাম প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে। এবার নিজে চুল কাটতে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। এখানে কাছাকাছি তিনটে সেলুন ছিল—একটা দেশপ্রিয় পার্ক রোডে, একটা রাসবিহারী এভিনিউতে লেক মার্কেটের সামনে, তৃতীয়টি তারই উলটো দিকে। আশ্চর্য, তিনটিরই নাম জয় হিন্দ বা আজাদ হিন্দ, বোধ হয় স্বাধীনতার পরে এই নামটি খুব চলত। আজ এদের একটিও নেই। মনে পড়ে তখন দেড় টাকা বা দু'টাকা খরচ পড়ত। স্কুলের বন্ধুদের অনেকেরই বেশ কায়দার 'হেয়ারস্টাইল' দেখেছি, যদিও মাস্টারমশাইরা ছিলেন 'টেরি' বাগানোর ঘোর বিরোধী, কিন্তু আমার সেই একই 'ছোটো করে কাটা'। তখন 'অ্যালবার্ট' কাটা বাবুয়ানির একটা লক্ষণ ছিল, পরে জেনেছি নামটা এসেছিল ভারতের শেষ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের থেকে—তাঁর জন্মগত নাম নাকি অ্যালবার্ট ফ্রেডারিক আর্থার জর্জ। বাব্বাঃ! তবে ডাকটিকিটে দেখেছি বেশ কেতাদুরস্ত চুল বটে! এও লক্ষ করেছিলাম, নাপিতদের অধিকাংশই ছিলেন বিহারী। এখন বোধ হয় তা নয়।

এই মত চলেছিল ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরি নিয়ে গৃহত্যাগ পর্যন্ত। আবার যেন ফিরে গেলাম শৈশবে। হাকিমদের বোধ হয় সর্বসমক্ষে চুল কাটা মানা। মুসৌরিতে প্রশিক্ষণকালে ব্যাপারটা ছিল বেশ জমকালো। রবিবার ঢাকা বারান্দায় সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে বিশেষ নাপিতের হাতে সারি-সারি চার-পাঁচজনের মুণ্ড সমর্পণ। আড্ডা দিতে দিতে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেশ কাটত সময়টা। পরেও দেখেছি—আলিপুরদুয়ারে, কোচবিহারে, আসানসোলে, বহরমপুরে সর্বত্রই বিশেষ নাপিত বাড়িতে এসে চুল ছাঁটত, হাকিমের নাপিত বলে তাদের বোলবোলাও ছিল আলাদা রকমের। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল দার্জিলিং। সেখানে আমার বস্ জেলাশাসক চুল কাটতেন ওবেরয় মাউন্ট এভারেস্টের সেলুনে, সেখানে নাকি পরিচালিকা দার্জিলিঙের সুন্দরী শ্রেষ্ঠাদের অন্যতমা গীতা নরসিং নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। আমারও যে সে ইচ্ছা ছিল না তা নয়, তবে পকেটের অবস্থা বুঝে ইচ্ছা সংবরণ করতে হল। এমন সময় চৌরাস্তা থেকে বাজারের দিকে নামার হাঁটা রাস্তায় দেখি একটি ছোটো সেলুন, সব দিক থেকেই আলাদা—নাম মাউন্ট এভারেস্ট (তবে ওবেরয় নেই), দুটি মাত্র চেয়ার (তবে কোনোদিন অপেক্ষা করতে হয়নি), এক সদাহাস্য নেপালি যুবক মালিক ও পরিচালক, দর দশ টাকা (আগে কখনো এত দামে চুল কাটিনি), সব সময় হিন্দি গান বাজছে (আগে সেলুনে গান কখনো শুনিনি)। আড়াই বছর এই ব্যবস্থা চলল, তার পর কলকাতায় ফিরে আবার সেই আজাদ হিন্দ! শুনলাম মালিকের পুত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বড়ো চাকরি করছে, এবার নাকি সেলুন উঠে যাবে। খোঁজ চলল পরিবর্তনের। শুনলাম ভবানীপুরে (রমেশ মিত্র রোডের কাছে) এক সেলুনে উত্তমকুমার চুল ছাঁটেন। আমার একাধিক বন্ধু স্কুলের শেষদিক থেকেই সেখানে ভিড় জমায়, যদি 'গ্রেট ম্যান'-এর সঙ্গে দেখা হয়! সেদিকেই পা বাড়াব কিনা ভাবছি, তখন শুনলাম বারংবার চুল আঁচড়ে আয়নায় মুখদর্শনরত আমার বন্ধুকে সহাস্য মালিক বলেছেন, 'শুধু চুলে বাবুয়ানি করলেই কী ওনার মতো দেখাবে, বাড়িতে আয়নায় মুখটা দেখে এসো।' আর 'গুরু'র দিকে যাওয়া হল না, খোঁজাখুঁজি করে ধরলাম 'প্রিন্স'—প্রথমে হাজরা মোড়ে, পরে গড়িয়াহাটে। ত্রিশ বছর হয়ে গেলেও তা ত্যাগ করিনি। এখানে দেখলাম এয়ারকন্ডিশন্ড (অবশ্য প্রায়ই চলে না) সেলুন, ক্যাসেট/সিডি বা টিভিতে গান বাজছে, দার্জিলিঙের মতনই, তবে ওয়েটিং লিস্ট আছে—বিশেষ করে শনি/রবিবার, দক্ষিণা তখন ছিল ২০ টাকা—এখন (অবশ্য হেড ম্যাসেজ ও বকশিস সমেত) ২০০ টাকা।

এখন তো কলকাতা শহর ছেয়ে গেছে হালফ্যাশানের চুল কাটার জায়গায়, তাদের নামের ঘটাই বা কত—উত্তর থেকে দক্ষিণে টাচ অ্যান্ড গ্লো, বিবা, ফ্যাশন ২১, পরম্পরা

ক্রিয়েশন, সাজো, আলিশা, অগাস্ট মুন, আই ক্যাচার্স, টপার্স, মেরিনা, রাপুনজেল, সাইবার ট্রপিকানা, বেলোনা, অবসেশন, সানফ্লাওয়ার—কোনটা পছন্দ? নামগুলো চোখ- ধাঁধানো, অনেকগুলির পাশে salon লেখা, সেলুন নয়। সম্প্রতি অনেকগুলো জাভেদ হাবিব খুলেছে (মোটামুটি ৬৫০ টাকা)। শুধু বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের আশেপাশেই আছে পাঁচটা ঝাঁ-চকচকে salon—জুন টম্পকিন্‌স, ব্রিজেট জোন্‌স, হেড টার্নার্স, আই ক্যাচার্স, জাভেদ হাবিব। চুল কাটার খরচ ৬৫০ থেকে ৭০০ আর 'ফেসিয়াল' ইত্যাদি ৩৫০০ থেকে উপরের দিকে। কলকাতার প্রাচীনতম নাকি এ এন জন (প্রতিষ্ঠিত ১৯৫১), টেলিগ্রাফ পড়ে জানলাম এর প্রতিষ্ঠাতা অমরনাথ ভরদ্বাজ, 'জন'টা পার্ক স্ট্রিটের স্থানমাহাত্ম্যে! এসব কথার অবতারণা কেবল এই ভরসায় যে অনুষ্টুপের পাঠকরাও হয়তো (আমার মতন) এই জগতে প্রবেশ করেননি।

একটা কথা বলে রাখি, যখন 'প্রিন্স'-এ প্রবেশ করি, বাইরে লেখা ছিল 'ফর লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন', কিন্তু হায়, আলাদা কক্ষে। এখন বেশ কিছু প্রকৃত 'ইউনিসেক্স' সেলুন (বা স্যালন) হয়েছে কিন্তু সেখানে প্রবেশ করার সাহস হয়নি। মহিলাদের শুধু কেশচর্চা নয়, অবশ্যই মুখচর্চা এবং পদচর্চাও হয়। আমার আর-এক বন্ধুর ইচ্ছা ছিল সুন্দরীদের পদসেবাতেই জীবন কাটিয়ে দেবে কিন্তু, হায়, সে ইচ্ছাও সফল হয়নি। সে অবশ্য আজ ক্রোড়পতি, কাজেই ব্যর্থ ইচ্ছা মাড়িয়েই জীবনে সাফল্যের সোপানে চড়তে হয় এই আপ্তবাক্যটি স্মরণে রাখি। কখন কাজে লাগে কে জানে?

সমস্যা ঘনিয়ে এল ১৯৮০ সালে যখন এক বছরের জন্য মার্কিন মুলুকে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলাম। ইথাকা ছোট্ট শহর, কিন্তু হেয়ার কাট-শ্যাম্পু-র মূল্য নাকি ২০/২৫ ডলার। এক বছর চুল না কেটে তো থাকা যায় না! এক বন্ধুর উপদেশে হানা দিলাম উইলার্ড স্ট্রেট হল-এ 'ইউনিয়নে' (অর্থাৎ ছাত্রদের সব কার্যকলাপ যেখানে হয়, কেবল রাজনীতি নয়)—সেখানে দেখি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা ৫ ডলারে চুল কাটে। তাদের সঙ্গে বেশ দোস্তিও হয়ে গেল, কারণ ওখানে একটা কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছিলাম আর একটা কনট্র্যাক্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতা জিতেও ছিলাম। ওখানে বেশ চুরুট ধরিয়ে (বদ অভ্যাসটা তখনই পাকিয়েছি), ব্ল্যাক কফি নিয়ে চুল কাটা যেত। তখনও জানতাম না যে ও বাড়িটার সঙ্গে বাংলার আত্মিক যোগ আছে। উইলার্ড স্ট্রেট (১৮৮০-১৯১৮) ছিলেন কর্নেলের ছাত্র, স্থপতি, কিন্তু ব্যবসা, ব্যাংকিং, প্রকাশনা, কূটনীতি সবেতে দক্ষ এক ধনপতি। তাঁর দানে তৈরি এই বাড়ি আর তাঁর বিধবা স্ত্রী ডরোথি-র অর্থসাহায্যে এল্‌মহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরুলে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করেন। ১৯২৫ সালে ডরোথি বিয়ে করেন এল্‌মহার্স্টকে আর তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায়

তৈরি হয় ইংল্যান্ডের ডেভনে 'ডার্টিংটন হল', যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি নীলামে বিক্রি নিয়ে বেশ চেঁচামেচি হয়েছিল সম্প্রতি। ইন্টারনেটে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, এখন মার্কিন মুলুকে 'বারবারশপ'-এ চুল কাটার গড় খরচ ৬০ থেকে ১০০ ডলার, দাড়ি কামানোর ৫০ ডলার। অবশ্য ছোটো শহরে এখনও নাকি ২০/২৫ ডলারে কাজ সারা যায়।

আবার এর দশ বছর বাদে যখন ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনে পড়তে গেলাম, তখন দেখি চুল কাটার খরচ ২০/২৫ পাউন্ড (অন্তত)। ভেবেছিলাম পাঁচটা মাস চুল না কেটেই কাটিয়ে দেব। হঠাৎ রানীমা তাঁর জন্মদিনে নেমন্তন্ন করে বসলেন। ইংল্যান্ডে 'রয়াল বার্থডে' জুন মাসের মাঝামাঝি বেশ কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়, বাকিংহাম প্যালেসের ভিতরে পা রাখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। অনেক খুঁজে প্যাডিংটন স্টেশনে একটা জায়গা আবিষ্কার করতে পারলাম যেখানে ৫ পাউন্ডে চুল কাটা যায়, তার উপরে অবশ্য আরও ১০ পাউন্ড গেল স্যুটটা ড্রাই-ক্লিনিং করতে। তবু বিলেতে চুল কাটা তো হল! রানীমার সঙ্গে (অন্তত ঢিল-ছোড়া দূরত্বে) চা-স্যান্ডউইচ-কেক-স্ট্রবেরি উইথ ক্রিম খাওয়াও গেল।

এ প্রসঙ্গে ইন্টারনেট ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম গিনেস-স্বীকৃত বিশ্বের প্রাচীনতম 'সেলুন'-এর খবর—ট্রুফিট অ্যান্ড হিল। উইলিয়াম ট্রুফিট ১৮০৫ সালে তাঁর 'বার্বার-শপ' খুলেছিলেন লং-একর' এ, রাজা তৃতীয় জর্জের আমল থেকে তাঁর 'Court hairdresser'। এডউইন হিল তুলনায় নবীন, ১৯১১ সালে তাঁর দোকান খোলেন ওল্ড বন্ড স্ট্রিটে, ট্রুফিট সাহেবের ভাইপো তাঁর সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন ১৯৩৫ সালে। ১৯৯৪ সাল থেকে তাঁরা এসেছেন ৭১নং সেন্ট জেম্‌স স্ট্রিটে, এখনও Royal Warrant' এ তাঁরা প্রিন্স ফিলিপের চুল কাটেন। অবশ্য কেবল রাজপরিবারের সদস্য আর এম পি-রাই নন, তাঁদের খদ্দেরের তালিকায় আছন বা ছিলেন ডিকেন্স-থ্যাকারে থেকে বাইরন—অস্কার ওয়াইল্ড, ডিউক অফ ওয়েলিংটন থেকে চার্চিল আর ফ্রেড অ্যাস্টেয়ার থেকে হিচকক—লরেন্স অলিভিয়ার-জন ওয়েন-ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা প্রমুখ অনেকেই। অর্থদণ্ডের কথাটা বলা নেই কোথাও, তবে অনুমান করি ১০০ পাউন্ডের আশপাশে হবে আর পয়সা ফেললেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া সহজ নয়। কোথায় লাগে আমাদের ৬৩ বছরে পা দেওয়া এ এন জন?

এই প্রসঙ্গে বলি লন্ডনের প্রাচীনতম নাপিত আরন বিবের এ বছরেই মারা গেছেন ৯২ বছর বয়সে। ব্রিক লেন-এর পাশে তাঁর ছোটো 'বার্বার-শপ' নিজে চালিয়েছেন ৮০ বছর ধরে, শেষ পর্যন্ত দিনে ৬ ঘণ্টা কাজ করতেন। ২০১১ সালে দাঙ্গায় বিধ্বস্ত

হয় তাঁর দোকান কিন্তু সকলের সহায়তায় তা আবার দাঁড় করান। আমেরিকার প্রাচীনতম অ্যান্টনি মাঞ্চিনেলি ১০০ পার করেও নিয়মিত কাজ করছিলেন (এবং নন-স্টপ গল্প করতেন) গত বছর পর্যন্ত —অনেক খুঁজেও এবছরে তাঁর কোনো খবর (বা মৃত্যুসংবাদ পাইনি)। ৯০ বছর আগে তাঁর দর ছিল চুল কাটার জন্য ২ সেন্ট, মাঝে দীর্ঘদিন ২৫ সেন্ট (দাড়ি কামানোর জন্য ১৫ সেন্ট) আর ২০১৩ সালেও ১২ ডলার (দাড়ি আর কামান না)। নিউ ইয়র্ক শহরের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে এই দর আর খুব বেশি মনে হয় না।

তবে একথা ঠিক যে নাপিতের কাজ ১০০/২০০ বছরের থেকে অনেক পুরোনো। প্রাচীনতম ক্ষুরের সন্ধান পাওয়া গেছে মিশরে (৩,৫০০ খ্রি: পূ:)—সেখানে নাপিতরা সুদৃশ্য বাক্সে তাঁদের সরঞ্জাম রাখতেন। মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে চুল দিয়ে ভূত-প্রেত শরীরে ঢুকতে পারে, তাই নাপিতদের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ—অনেকে ওঝা, পুরোহিত বা ডাক্তারের কাজ করতেন। নাপিতরা কী যে সে লোক! প্রাচীন গ্রিসে যোদ্ধারা দাড়ি রাখতেন। পারসিক সৈন্যরা সেই দাড়ি টেনে নাকি অস্থির করত বলে আলেকজান্ডার দাড়ি কামানো বাধ্যতামূলক করে দেন। ব্যস্, নাপিতদের বাজার বেড়ে যায়। তখন আগোরা বা বাজারে নাপিতরা (গ্রিক ভাষায় cureus) চুল, দাড়ি, নখ কাটতেন আর নানা বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতেন। হোমার বা অ্যারিস্টোফেনিস এর বর্ণনা দিয়েছেন। আবার গ্রিস থেকে অভ্যাসটি যায় সিসিলি হয়ে রোমে (২৯৬ খৃ. পূ.)। সেখানে নাপিতদের বলা হত tonsor, আমেরিকায় এক সময় tonsorial artist কথাটি ব্যবহৃত হত। রোমে দৈনিক tonsor-এর কাছে আড্ডা জমে উঠত, 'রোমান বাথ'-এর মতনই এবং এঁরা অনেকে বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন।

মধ্য যুগে ইউরোপে নাপিতদের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায় কারণ নাপিতেরা অস্ত্রোপাচার করতেন, দাঁত তুলতেন, ফোড়া কাটতেন বা জোঁক দিয়ে রক্তচাপ কমাতেন। একাদশ শতক থেকেই এ কাজের খবর পাওয়া যায়। ১১৬৩ সালে কাউন্সিল অব জুর্স-এ পাদ্রিদের ডাক্তারি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাপিতদের (যাঁদের তখন বলা হত barber-surgeon) প্রতিপত্তি আপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ১২৫৪ সালে ব্রুনো নামে এক ডাক্তার আপত্তি করে বলেন যে অস্ত্রোপচার করে নাপিতরা রোগীদের ক্ষতি করছে। প্যারিসে ত্রয়োদশ শতকে সেন্ট কসমে ও সেন্ট দোমেঁর 'ব্রাদারহুড' ডাক্তারি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দু'ধরনের প্রশিক্ষণ ছিল—লম্বা গাউন পরা ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার করতে পারতেন আর ছোটো গাউন পরা ডাক্তাররা বিশেষ পরীক্ষার পরই

সে লাইসেন্স পেতেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি বাড়ে এবং ছোটো গাউন পরা ডাক্তাররা বার্বার-সার্জেনদের সঙ্গে একটা চুক্তি করে গোপনে প্রায় ৩০০ বছর চালায়। শেষে ১৪৯৯ সালে বার্বার-সার্জেনরাও শব-ব্যবচ্ছেদ করার জন্য শবদেহ দাবি করতে থাকেন এবং ১৫০৫ সালে তাঁরা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার পান। আধুনিক সার্জারি-র জনক আম্ ব্রোসা পারে (১৫১০-৯০) ছিলেন বার্বার-সার্জেন, সেনাবাহিনীতে কাজ করার সময় ডাক্তারি শিখে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার ও সার্জেন রূপে প্রতিষ্ঠা পান, মায় রাজার ডাক্তার! ১৭৪৩ সালে রাজা পঞ্চদশ লুই আদেশ করে নাপিতদের সার্জারি বন্ধ করে দেন।

ইংল্যান্ডের ঘটনাবলী একটু অন্য রকম। ১৩০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাপিতদের প্রাচীনতম সংস্থা Worshipful Company of Barbers, ১৪৬২ সালে তারা রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের কাছ থেকে গিল্ড হিসেবে 'রয়াল চার্টার' পায়, এর ত্রিশ বছর বাদে সার্জেনরা (তখনও তাঁরা ডাক্তার নন) তাঁদের নিজস্ব গিল্ডের চার্টার পান। ১৫৪০ সালে রাজা অষ্টম হেনরির আদেশে দুটি গিল্ড এক হয়ে United Barber-Surgeons Company নামে চার্টার পায়। তা সত্ত্বেও ক্রমশ নাপিতদের সার্জারির অধিকার খর্ব হয়, ১৭৪৫ সালে রাজা দ্বিতীয় জর্জের আদেশবলে নাপিতদের অস্ত্রোপাচার বন্ধ হয়, সার্জেনদের আলাদা কোম্পানি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮০০ সালে 'রয়াল চার্টার'-এ রয়াল কলেজ অফ সার্জেন্স তৈরি হয়, রয়াল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স কিন্তু 'রয়াল চার্টার' পায় অনেক আগে ১৫১৮ সালে। এডিনবরাতে কিন্তু রয়াল কলেজ অফ সার্জেন্স আরও আগে (১৫০৫) চার্টার পায়, সেখানে ইউনিভার্সিটি মেডিকাল স্কুল হয় ১৭২৬ সালে। সুতরাং দু-জায়গাতেই ডাক্তারদের আর সার্জেনদের আলাদা কলেজ ছিল এবং সার্জেনরা (MRCS বা FRCS) এই স্বাতন্ত্র্য (এবং নাপিতদের সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক) জিইয়ে রেখেছেন ডাক্তারের বদলে মিস্টার লিখে। কেবল গ্লাসগোতেই ডাক্তার ও সার্জেনদের একটাই রয়াল কলেজ হয় ১৫৯৯ সালে। অন্যান্য অনেক জায়গায় অবশ্য কলকাতার মতন একটাই ডিগ্রি এমবিবিএস বা ওইরকম কিছু একটা।

যা হোক, দু/তিন হাজার বছর ধরে নাপিতরা এই অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব পেয়ে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। শুধু ইংল্যান্ড বা ইউরোপেই নয়, ভারত এবং চীনেও। আর নখ কাটার সঙ্গে সঙ্গে ফোড়া কাটা আর পায়ে আলতা পরানোর পাশাপাশি ঝামা দিয়ে পা ঘষা ও কড়া তুলে দেওয়া এই সেদিন অবধি নাপিত-নাপিতিনিরা করে গেছে। আজ সেলুনের যুগে তারা কোথায়?

চুল-দাড়ি-গোঁফ ছাঁটার ওপর কিন্তু ধর্মের প্রভাব গভীর। শিখরা চুল-দাড়ি কাটে

না আমরা জানি, মোনা সর্দার আর হিন্দু পাঞ্জাবিরা না থাকলে পাঞ্জাবে নাপিতদের ভাত মারা যেত। তেমনি খ্রিস্টান গোষ্ঠী আমিশদের দাড়ি রাখতেই হয়, কিন্তু গোঁফ চলবে না। জামাইকাতে প্রচলিত রাস্টাকারিয়ানদের (যাঁরা হাইলে সেলাসি-র অনুগামী) চুল কাটা বারণ, সাধারণত চুলটা জটার মতন থাকে, গোঁফ-দাড়ি থাকলেও তা অনেকে কিছুটা কাটে। ইহুদিরা আবার চুল কাটতে পারে কিন্তু তাদের Book of Leirticus-এ বলা আছে 'a man should not cut the hair at the side of his head or round off the corners of the beard'। তবে নাজিরি ইহুদিদের মদ স্পর্শ করার-মতনই চুল কাটা বারণ। পুরাণ-খ্যাত স্যামসন ছিলেন 'নাজিরি'। আপাচে, লাকোটা প্রভৃতি আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের বহু গোষ্ঠীতে চুল কাটা বারণ ছিল, ১৮৯৬ সালে মার্কিন সেনাবাহিনী আদেশ দেয় যে চুল কাটতেই হবে, নইলে 'সভ্য' হতে পারবে না।

তেমনি মুসলমান, ইহুদি আর শিখদের দাড়ি রাখাই দস্তুর। আগে খ্রিস্টানরাও দাড়ি রাখতেন। কারণ অনেক ছবিতে দাড়িওয়ালা যীশুকে দেখা যায়। সেন্ট অগাস্টিন নাকি বলেছিলেন দাড়ি রাখাটা পৌরুষের লক্ষণ। তবে এখন পূর্ব ইউরোপে আর রাশিয়ায় চার্চ দাড়ি রাখার পক্ষপাতী, প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকরা এ ব্যাপারে উদার। মজা এই যে অর্থোডক্স (পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার) চার্চের পাদ্রি, ইহুদিদের রাবি আর মুসলমানদের ইমামরা লম্বা চুল-দাড়িতে একই রকম দেখতে। আগে ক্যাথলিক পাদ্রিদেরও লম্বা চুল-দাড়ি থাকত, শার্লেমানের সময় থেকে চুল-দাড়ি কামানো বাধ্যতামূলক হয়। ষষ্ঠ শতকের আগডে ও ব্রাগার কাউন্সিল আর অষ্টম শতকে রোমের দুটি কাউন্সিল পাদ্রিদের বড়ো চুল রাখা (বা দাড়ি রাখা) অপরাধ বলে ঘোষণা করে।

মেয়েদের উপর অনুশাসন আরও হরেক রকমের। পেন্টেকোস্টাল চার্চ, মেননাইট ও ব্যাপটিস্টদের একাংশের মতে মেয়েদের চুল কাটা বারণ। আবার কেবল মুসলমানদের হিজাব নয়, ইহুদী আর অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা মেয়েদের মাথায় ঢাকা দিতে বলে। হিন্দুদের ঘোমটা তো আছেই!

প্রথম চুল কাটার অনুষ্ঠান অনেক ধর্মেই বেশ ঘটা করেই করা হয়। অনেকেই সেই সময় বাচ্চাকে ন্যাড়া করেন, স্বাস্থ্যের পক্ষেও নাকি তাই ভালো! তবে ন্যাড়া হবার কায়দাকানুন আরও জটিল। আমাদের দেশে উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ন্যাড়া হবার বিধান আছে। বিধবাদের আগে ন্যাড়া করে দেবার বিধান চালু ছিল। আবার দাক্ষিণাত্যে তিরুপতি প্রভৃতি মন্দিরে পূজা করে চুল দিয়ে আসেন ভক্তরা, খেয়ালও রাখেন না সে চুল বিদেশে চালান হয় পরচুলা তৈরির জন্য। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় ন্যাড়া হন। খ্রিস্টানদেরও ন্যাড়া হবার বিধান আছে। অর্থোডক্স

চার্চের পাদ্রিরা সম্পূর্ণ ন্যাড়া হন, সেখানে ব্যাপটিজমের সময়ও বাচ্চাদের ন্যাড়া করা হয়। ক্যাথলিক পাদ্রিরা মাথার মাঝখানটা ন্যাড়া করে সেখানে 'স্কাল ক্যাপ' পরেন। প্রোটেস্টানদের এ নিয়ম নেই। আবার ইহুদি বা মুসলমানদের কেবল 'আত্মশুদ্ধি' বা চিকিৎসার জন্য ন্যাড়া হওয়া ধর্মসঙ্গত। আবার ইউরোপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক অঞ্চলে সিংহাসনচ্যুত রাজাকে ন্যাড়া করে দেশান্তরী করে দেওয়া হত, অনেকটা আমাদের মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে দেবার মতন। আবার ন্যাড়া মানে সম্পূর্ণ ন্যাড়া নাও হতে পারে—মাথার পিছনে টিকি (বা শিখা) রাখার পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং বৈষ্ণব সমাজে। তবে কেবল ভারতে নয়, এই ধরনের অভ্যাস চালু ছিল আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের অনেক গোষ্ঠীতে, পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে, চীনে মাঞ্চুদের মধ্যে, এমনকী কসাকদের কোনো কোনো গোষ্ঠীতে। কুয়ে, খোখোল, চোনমাগে প্রভৃতি নানারকম নাম চালু আছে এসব ক্ষেত্রে, আমাদের টিকির থেকে কিছুটা অন্যরকম! সব পদ্ধতিগুলো ভালো করে বুঝিনি, তবে এটুকু বুঝেছি যে চুল-দাড়ি না কেটে নাপিতদের ভাতে মারার প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছে ন্যাড়া হবার এইসব বিধানে! শাস্ত্রীয় পণ্ডিতরা ভাবতে পারেন তাঁরা এইসব বিধান দেন, কিন্তু আসলে এর পিছনে আছে নাপিতরা। সাধে কী নাপিতের বুদ্ধির এত প্রশংসা!

নাপিতদের সঙ্গে সার্জেনদের পথ আলাদা হয়ে যাবার পরেও নাপিতদের সেই ১৩০৮ সালের গিল্ড (Worshipful Company of Barbers) আজও আছে। মঙ্কওয়েল স্কোয়ারে তাঁদের জমকালো বাড়ি বার্বার-সার্জেন'স হল বোমাবিধ্বস্ত হয়ে আবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। তাঁদের নিজস্ব নিয়ম-কানুনও আছে নাপিতদের লাইসেন্সিং ও শ্রেণিবিভাগের। একটি আন্তর্জাতিক গিল্ডও হয়েছে। কাজেই নাপিতরা আজও স্বশাসিত।

চুল কাটার থেকে উচ্চতর পর্যায় 'হেয়ার ড্রেসিং'। তা নাকি প্রথম শুরু হয় ফ্রান্সে ১৭ শতকে, আর তখন থেকেই ফ্রান্স ফ্যাসনের কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম নাকি মহিলাদের কেশশোভাবর্ধনের কাজ আরম্ভ করেন ১৬৫৮ সালে শ্যাম্পেন নামে এক ভদ্রলোক—আহা, নামের সুগন্ধেই আমরা মোহিত! দু-চারজন মহিলা এ কাজ করলেও সেরা রাঁধুনি (বা chef)-এর মতন সেরা hairdresser রা প্রায় সবই পুরুষ। লেগ্রস দ্য রুমিনী নামে এক ওস্তাদ চুল-বাঁধিয়ে Art de la Coiffeur des Dames নামে একটি বই লেখেন ১৭৬৫ সালে, তিনিই প্রথম হেয়ার-ড্রেসারদের স্কুল খোলেন। ১৭৭৭ সালের মধ্যে প্যারিসেই ১২০০ হেয়ার-ড্রেসার কাজ করছিলেন, এঁদের খরিদ্দার ছিলেন ধনী ও উচ্চপর্যায়ের মহিলারা, ফলে ফরাসি বিপ্লবের পর এঁরা ছড়িয়ে পড়েন ইউরোপে-ইংল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়াতে। এঁদের ইউনিয়ন হয়েছিল, নিয়মকানুন হয়েছিল,

অনেক স্কুল ও পরীক্ষা ব্যবস্থা হয়েছিল (আজও আছে)। যেখানে তাঁরা কাজ করতেন, তাকে বলা হত সালঁ (Salon)—তারই অপভ্রংশ নাকি আমাদের 'সেলুন' কারণ বিদেশে কথাটি এ অর্থে কোথাও ব্যবহার হতে দেখিনি। সালঁ শব্দের সঙ্গে কিন্তু গোড়ায় এই কেশচর্চার কোনো সম্পর্ক ছিল না—সাধারণত কোনো ধনীগৃহের বৈঠকখানায় সাহিত্য, কলা, সমাজ, রাজনীতি আলোচনার জন্যই তা ব্যবহৃত হত, মাদাম দ্য এপিনে, মাদাম নেকার, মাদাম রোলাঁ প্রভৃতির সালঁ ফ্রান্সে বিখ্যাত ছিল। ক্রমে চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত স্থানকেও Salon বলা হত, এখন আমরা Oxford Wordfinder-এ দেখি 'a room or establishment where a haridresser, beautician etc. conducts trade', পুরোনো অভিধানে এটি পাইনি। এখান থেকেই আমাদের 'সেলুন' কথাটি এসেছে তার প্রমাণ পাইনি, তবে সব অভিধানেই Saloon মানে ঢাউস গাড়ি বা রেলের আরামপ্রদ কামরা (যা দেখে রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিসে যোগ দেবার ইচ্ছা হয়েছিল) ছাড়া (বিশেষত আমেরিকায়) জনগণের মদ খাওয়ার জায়গা যেখানে মহিলাদের নাচ বা অন্যান্য কার্যকলাপ চলত। এখানে আইনভঙ্গকারী এবং আইনরক্ষাকর্তাদের একটা সহাবস্থান ছিল—যেমন বিখ্যাত শেরিফ ওয়াইয়াট ইয়ার্জ বা ক্যাট মাস্টারসন অনেক সেলুন চালিয়েছেন, বা সেখানে জুয়ার ব্যবসার অংশীদার ছিলেন। বহু 'ওয়েস্টার্ন' গল্পেই খুন-খারাপি বা Shoot-out-এর কেন্দ্রবিন্দুই এই সেলুন। যাঁরা দেখেছেন, প্রায় সকলেরই মনে পড়বে 'The Good, the Bad and the Ugly' সিনেমাতে ক্ষৌরকার্যের মধ্যেই গুলি-যুদ্ধের কথা। ১৮২২ সাল থেকে এই 'সেলুন' তৈরি আরম্ভ হয় আমেরিকার পশ্চিমে ফার-ট্র্যাপার, কাউবয়, জুয়াড়ি আর স্বর্ণসন্ধানীদের জন্য। বেশ কয়েকটি এখনো টিকে আছে, যেমন, Tombstone-এ (Gun fight at O.K. Corral-এর পটভূমি) Birdcage Theater, Virgina City-তে Bucket of Blood saloon, Dodge City-তে Long Branch Saloon, Abilene-এ Holy Moses, Juneau-তে Red Dog Saloon, Homer-এ Salty Dawg Saloon, Carson City-তে Bank Saloon ইত্যাদি। এর দু-চারটে দেখার সুযোগ হয়েছে, তাই দীর্ঘশ্বাস পড়ে—হায়, কলকাতার সেলুন যদি এমনি হত (অবশ্য খুনখারাপিটা বাদ দিয়ে)! এসব লেখার পর নজরে এল Wikipedia-তে Saloon'-এর অন্যান্য অর্থের পর লেখা আছে 'South Asian term for a barber's shop'। তবে তো আমাদের সেলুন নামের ব্যবহারকে এখন আর ভুল বলা যায় না!

স্যালঁ—সেলুন নিয়ে বিশ্বপরিক্রমার পর ফিরে আসা যাক সাহিত্যে নাপিতের ভূমিকাতে। বিদেশি প্রাচীন গল্পেও নাপিতদের পাওয়া যায় নানা ভূমিকায়। গ্রিক পুরাণে

আছে রাজা সিডাস-এর গাধার কান ছিল, তাঁর নাপিত ছাড়া কেউ জানত না একথা। জনসমক্ষে বলে ফেলায় তার প্রাণ যায়। আরব্য উপন্যাসে আছে দুই বন্ধুর কথা—নাপিত আবু সির আর কাপড় রং করার কারিগর আবু কির। প্রথম জন পরিশ্রমী ও সৎ, দ্বিতীয়জন মিথ্যাবাদী ও অলস—নানা মিথ্যা চক্রান্তে সে আবু সির-কে বিপদে ফেলে দেয় ও তার সম্পত্তি গ্রাস করে, তবে শেষপর্যন্ত সত্যের জয় হয়। গ্রিসের রূপকথায় এক বৃদ্ধের তিন ছেলে ছিল—কামার, নাপিত আর তলোয়ার খেলায় ওস্তাদ। বৃদ্ধের সম্পত্তি লাভের জন্য নাপিত কামারকে হারালেও শেষ অবধি হেরে যায় তলোয়ারবাজের কাছে। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের একাধিক গল্পেও নাপিতের কথা আছে, কিন্তু তাঁরই মতন গল্পগুলো এখন খুঁজে পাচ্ছি না। রসিনি-র বিখ্যাত অপেরা The Barber of Seville (১৮১৬) অবশ্য বোমার্চ-এর একটি ফরাসি কমেডি-র (১৭৭৫) রূপান্তর। সুন্দরী রোসিনা-র পাণিপ্রার্থী বার্তোলো নামে এক ডাক্তার আর এক ছদ্মবেশী কাউন্ট, লিন্দোরো নামে পরিচিত। বার্তোলোর সহায়ক তার চাকর অ্যামব্রোজিও আর রোসিনা-র সংগীতশিক্ষক বেসিলিও। কিন্তু স্থানীয় নাপিত ফিগারো (বোমার্চে-সৃষ্ট এবং একাধিক অপেরায় ব্যবহৃত কেন্দ্রীয় চরিত্র) যখন কাউন্টের সহায়, তখন প্রেমের গতি রোধ করে কে? মিউনিখে যখন অপেরাটি দেখি, এসব জানতাম না।

আমাদের দেশের পুরোনো কাহিনিতেও নাপিতরা বিরল চরিত্র নয়। পঞ্চতন্ত্রে আছে ব্যবসায়ী মণিভদ্র ও এক নাপিতের গল্প যেখানে নাপিত মণিভদ্রকে অন্ধ অনুকরণ করে কয়েকজন জৈন সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আর এক দুষ্টু নাপিতের খোঁজ পাই বীরবলের গল্পে—সেখানে এক নাপিত ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শে আকবরকে বোঝায় যে তাঁর পূর্বপুরুষরা খুব কষ্টে আছেন এবং একটি বদ্ধ ঘরে দীর্ঘদিন থাকলে তিনি স্বর্গে গিয়ে তাদের সন্ধান পাবেন ও কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। সন্দেহ করে বীরবল আগেই সেখানে একটি সুড়ঙ্গ কেটে রেখেছিলেন, এবার আকবরকে বুঝিয়ে নিজেই আগে যান নিজের পূর্বপুরুষদের হাল-হকিকৎ দেখতে। ঘরটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে বীরবল সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে থাকেন তিন মাস। তার পর বিরাট চুল-দাড়ি নিয়ে বেরিয়ে বলেন, স্বর্গে নাপিতের অভাবে পূর্বপুরুষদের বড্ড কষ্ট—অগত্যা নাপিতকে স্বর্গে যেতেই হল! দক্ষিণ ভারতে তেনালি রমণের একটি গল্প পেলাম, যাতে রাজা কৃষ্ণদেবরায়া তাঁর নাপিতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মন্ত্রী করে দিতে রাজি হন। মন্ত্রীরা তেনালিকে ধরে। পরদিন রাজা দেখেন তেনালি নদীর ধারে একটা বিরাট কালো কুকুরকে সাবান দিয়ে কেবলই ধুচ্ছে—তার উদ্দেশ্য কুকুরটাকে সাদা করা! রাজা নিজের ভুল বুঝলেন, নাপিতও মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চুল কাটায় মন দিল।

তবে এসবের থেকে আমার ঢের ভালো লাগত 'টুনটুনির বই'-এর সেই অমর কাহিনি 'টুনটুনি আর নাপিতের কথা'। বেগুন-কাঁটা ফুটে টুনটুনির পায়ের ফোড়া নাপিত কাটতে রাজি হয়নি আর নাপিতকে সাজা দেবার কথা শুনে রাজা হেসেই গড়াগড়ি। ইঁদুর বেড়াল, লাঠি, আগুন, সাগর, হাতি সবাই 'কে ভাই? টুনি ভাই? এসো ভাই! বসো ভাই! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?' বললেও তাকে সাহায্য করতে রাজি হল না। শেষে মশারা পিন-পিন পিন-পিন করে উড়লে 'হাতি বলে, সাগর শুষি! সাগর বলে, আগুন নেবাই! আগুন বলে, লাঠি পোড়াই! লাঠি বলে, বিড়াল ঠ্যাঙাই! বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি! ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি! রাজা বলে, নাপতে বেটার মাথা কাটি!' প্রাণের ভয়ে নাপিত টুনটুনির ফোড়া কেটে দিল। এখানে তো সেই 'বার্বার-সার্জেন' প্রাণের ভয়ে কাজটি করে দিল। দক্ষিণারঞ্জনের 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পটি কিন্তু অন্য রকমের—শেয়ালের নাকে বেগুন-কাঁটা ফোটায় নাপিত কাঁটা বার করতে গিয়ে শেয়ালের নাক কেটে গেল। ভয়ে নাপিত তার নরুনটা দিয়ে দিল, পরে নরুনের বদলে হাঁড়ি, হাঁড়ির বদলে কনে আর কনের বদলে ঢোল পেয়ে সেই ঢোল বাজিয়ে শেয়াল গান ধরল 'নাকুর বদলে নরুন পেলাম—তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্!' এই গল্পটিই অন্য ভাষায় বলেছেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং রেভারেন্ড লালবিহারী দে। আবার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবম হাজাম' গল্পে বেচারা নাপিত চুল কাটতে গিয়ে দেখে রাজার দুই শিঙ (অনেকটা মিডাস-এর উপকথার ছায়া)। কাউকে বলতে না পেরে বেচারা পেট ফেঁপে মরে আর কী! শেষে বনে গিয়ে গাছের কানে কানে বলেছিল, আবার সেই গাছ কেটে তৈরি বাদ্যযন্ত্রে আওয়াজ উঠল 'রাজাকে দো শিঙ, রাজাকে দো শিঙ' (করতাল), 'কিন্নে কহা? কিন্নে কহা?' (সানাই), শেষে ঢাকের গম্ভীর গলায় 'ভুবম হাজাম নে'। বেচারা নাপিত পালিয়ে বাঁচে। রবার্ট ব্লেক-এর স্রষ্টা দীনেন্দ্র কুমার রায়ের ভিন্ন স্বাদের লেখা 'নূতন কবিতা'তে পাই নাপিতের অন্য গল্প। রাজপুত্র তার বন্ধুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাজাকে মারার জন্য নাপিতকে রাজি করায় দাড়ি কামানোর সময় রাজার গলা কেটে দিতে, তবে নাকি নাপিত কোতোয়াল হবে। এদিকে শিবরাম নামে এক গরিব ব্রাহ্মণ চলেছে রাজসভায় রাজামশাইকে নতুন কবিতা শুনিয়ে কিছু পুরস্কার নিয়ে আসবে কিন্তু কোনো কবিতাই তার মনে আসছে না। পথে দেখেন এক প্রকাণ্ড ষাঁড় ক্ষুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর তার মুখ থেকে লালা ঝরছে। দেখেই তাঁর মুখ থেকে আপনা থেকে বেরিয়ে গেল 'ক্ষুর ঘর্ষণং, ক্ষুর ঘর্ষণং, তাতে চিড়িক চিড়িক পানি, তোমার যা মনের কথা, তাতো আমি জানি।' এই কবিতাটাই আওড়াতে আওড়াতে রাজসভায় তা উগরে দিলেন, সভাসুদ্ধু লোক হাসল, রাজা এই

মুর্খ পণ্ডিতকে অল্প কিছু দিয়ে হেসে বিদায় করলেন। এদিকে পরদিন নাপিত রাজার দাড়ি কামাতে এসে সাবানজল মাখিয়ে ক্ষুরটা একটু একটু জল দিয়ে ঘষে ধার দিচ্ছে, তখন রাজা হাসতে হাসতে এই কবিতাটা বললেন। অতঃপর—নাপিতের সব কথা স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা, রাজপুত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের নির্বাসন আর শিবরাম পণ্ডিতের সভাকবি পদলাভ! তাঁর আর-একটি গল্পে নারাণ নাপিত কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে 'পুলি-পোলাও' ব্রহ্মদত্যি, তাপাই ভূত, বাঁড়ু মামাদো, খেটুম্বা দানো সবাইকে বোকা বানিয়ে-নিজে তোফা আরামে থাকতে লাগল।

আরও আধুনিক সরস গল্পেও কেশকলার একটা স্থান আছে। সুকুমার রায় অবশ্য চুল কাটার গল্প বা কবিতা লেখেননি। পাগলা দাশু প্রসঙ্গে কেবল 'মাথায় এক বস্তা ঝাঁকড়া চুল' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। (তবে নবীনচাঁদের বাবুয়ানার কথা যখন আছে, সে নিশ্চয়ই টেরি বাগাত) আর 'হরবরল'র উধো-বুধো বা নেড়ার ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে তাদের নাপিতের কাছে যাবার দরকার হয় না। 'আবোলতাবোল'-এর ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যাবে টাকের প্রতি তাঁর বিলক্ষণ দুর্বলতা, শুধু ট্যাশগরু'র 'ফিট্‌ফাট কালো চুলে টেরিকাটা চোস্ত'! লীলা মজুমদারও অনেকটা তাঁর জ্যাঠতুতো দাদাকেই অনুসরণ করেছেন—তবে তাঁর ভূতের ছেলের 'মাথায় গুটিকতক কোঁকড়া চুল', নতুন ছেলে নটবরের 'চুলগুলো লম্বা হয়ে নোটা নোটা কানের উপর ঝুলে পড়ছে', ঘোতন অবশ্য যত্ন করে চুলটা আঁচড়ে নিত, 'পদিপিসির বর্মীবাক্স'-এ সেজো দাদামশাইয়ের 'ইয়া শিং-বাগানো গোঁফ, হিংস্র চোখ, দিব্য টেরিকাটা চুল' আর তাঁর ছোটোকাকার 'ঘাড়-ছাঁট চুল'। চাঁদ, গুপি, পানু প্রভৃতির ছবি থেকেই চুলের বাহার আন্দাজ করতে হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার চুল পাতা করে আঁচড়ানো সে আমরা দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী আর প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি থেকেই জানতে পারি।

তবে চুল-ছাঁটার দুটি মর্মন্তুদ গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর শিবরাম চক্রবর্তী। 'দি গ্রেট ছাঁটাই' গল্পে হুলোদার বউভাতে নেমন্তন্নের আগে প্যালারাম চুল ছাঁটবে আর টেনিদা তার তদারকি করবে। প্যালারামও বলে 'একা সেলুনে ঢুকতে আমারও কেমন গা ছমছম করে। যেরকম কচাকচ কাঁচি-টাচি চালায়—মনে হয় কখন কচাং করে একটা কানই বা কেটে নেবে!' টেনিদা অভিজ্ঞ লোক, অক্লেশে 'ওঁ তারক ব্রহ্ম সেলুন', 'বিউটি-ডি-সেলুনিকা' আর 'সুকেশ কর্তনালয়' বাতিল করে প্যালাকে নিয়ে যায় গাছতলায় ইঁট পেতে বসা পরামাণিকের কাছে। অথচ সে বলে 'চুল না ছাঁটলে কি চলে? ছাঁটবার জন্যেই তো চুলের জন্ম। যদি চুল ছাঁটবার ব্যবস্থা না থাকত—তাহলে কি আর চুল গজাতো? দ্যাখ্ না—ক্ষুর আছে বলেই মানুষের মুখে

-গোঁফ উঠেছে। তবু সংসারে এমন এক-একটা পাষণ্ড লোক আছে—যারা গোঁফ কামায় না আর ক্ষুরকে অপমান করে।' কিন্তু টেনিদার নির্দেশে দু ইঞ্চি-তিন ইঞ্চি-চার ইঞ্চি-এক ইঞ্চি-দু ইঞ্চি করে ছাঁটতে পরামাণিক অস্বীকার করায় টেনিদাই কাঁচি ধরে আর খাবলা খাবলা চুল ছাঁটার ফলে প্যালাকে ন্যাড়া হয়ে বাড়িতে শুয়ে থাকতে হয়। আর 'হর্ষবর্ধনের চুল ছাঁটাই' গল্পে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন প্রথমে বেজায় খুশি। নাপিতও ক্লিপ-টিপ দিয়ে পিছনে কিছুটা কেটে গোলাপ-জল দিয়ে হেয়ার- ড্রেস করতে থাকে। প্রথমে 'হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায়। কিন্তু ক্রমশই নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুলগুলো যেন হয়ে ওঠে লৌহগঠিত—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খুলির ওপর'। গোবর্ধন বলে 'এ কি বেওয়ারিস মাথা পেয়েছো যে চটকে-মটকে দিচ্ছো!' কিন্তু 'নাপিত এসব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায় সে। কখনও রগ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দুধার থেকে টিপে মাথাটাকে চ্যাপটা করার চেষ্টা করে, কখনও ধরে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন'। কোনোমতে দশ টাকা দিয়ে তাঁরা ছাড়া পান, তবে তাঁর অর্ধেক চুল নাকি টেনে উপড়েছে সেই নাপিত! গোবরা বোঝো কলকাতার লোকের এত টাক কেন—'এই সব দোকানে দুবার চুল ছাঁটলেই টাক—একদম চাঁদি পরিষ্কার'।

তবে এই গল্পে হর্ষবর্ধন তো কয়েক মুঠো চুল বিসর্জন দিয়ে রক্ষা পান, বাস্তব জীবনে কী হয়, কে জানে! ১৯৪২ সালে আমেরিকায় একটা ঘটনা ঘটে যা **Phantom Barber of Pascagoula** নামে পরিচিত। মিসিসিপি রাজ্যে সমুদ্রতীরে এক ছোটো শহর পাসকাগুলা—সেখানে ১৯৪২ সালে এক-দুটি নয়, দশটি বাড়িতে রাতে কেউ ঢুকে বাসিন্দাদের অজ্ঞান করে চুল কেটে নিয়ে যায়। পরে উইলিয়াম ডোলান নামে একজন কেমিস্টকে (নাপিত নয়) গ্রেপ্তার করে, খুনের চেষ্টার মামলা হয়, ডোলানের কারাবাস হয়, পরে গভর্নর তাঁকে মুক্তিও দেন। এটি স্পষ্ট নয় যে তিনিই প্রকৃত আসামি কিনা, অনেকের বিশ্বাস এটা ভুতুড়ে ব্যাপার। অন্য ঘটনাটি (?) আরও ভয়াবহ। ১৮৪৬ সালের একটি গল্প অবলম্বনে ১৯৩৬ সালে একটি সিনেমা হয় '**Sweeny Todd, the Demon Barber of Fleet Street**', পরে ওই একই নামে ১৯৭৩ সালে একটি নাটক হয়, ১৯৭৯ সালে একটি **musical** আর ২০০৭ সালে আরেকটি সিনেমা (যা খুবই সফল হয়েছিল)। কেন্দ্রীয় চরিত্র সুইনি টড নাপিত ও পরচুলা-প্রস্তুতকারক তাঁর খদ্দেরদের ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে নীচে বেসমেন্টে ফেলে দিত, যদি তাতেও না মরত

তো ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে দিত। তাদের পকেটে যা কিছু থাকত তা তো হাতাতই, তাদের চুল দিয়ে পরচুলা তৈরি হত আর টড-এর সঙ্গিনী নাকি মাংসটা কেটে-কুটে meat pie বানাত! এটি নিছক গল্প নাও হতে পারে কারণ জনৈক গবেষক বলেছেন ১৮০১ সালে নাকি সুইনি টড-এর বিচার হয় আর ১৮০২ সালে ফাঁসি। ১৮১৬/১৭ নাগাদ প্যারিসেও নাকি এরকম একটা ঘটনা হয়। তা হলে নাপিতের হাতে মুণ্ড (বা ঘাড়) সমর্পণের আগে আবার ভেবে দেখতে হয়! অজানা জায়গায় meat pie খাবার ঔচিত্য নিয়েও চিন্তা করা প্রয়োজন।

তবে সব শেষে একটা কথা বলা দরকার। ত্রিশ বছর ধরে যে 'প্রিন্স'-এ চুল কাটি অথচ কলপ দিই না (ওরা এখন জিগ্‌গেস করাও ছেড়ে দিয়েছে), তা কী কেবল চুল কাটার উচ্চ মানের জন্য বা আরামদায়ক পরিবেশের জন্য? আমার ধারণা এর পিছনে নেশার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কত রকমের নেশাই তো হয়—আফিম-গাঁজা-চণ্ডু-চরস (সেভাবে চর্চা করিনি), মদ (নিশ্চয়ই একটা প্রিয় বিষয়), সিগারেট (ছেড়ে দিয়েছি), চুরুট (অল্পবিস্তর চলে), কনট্র্যাক্ট ব্রিজ (এক সময় এক নম্বর নেশা ছিল), বইপত্র পড়া বা ঘাঁটা (এখনও আছে) তারও একটা নেশা আছে! শিবরাম হর্ষবর্ধনকে দিয়ে যাই বলান না কেন, এই হেড ম্যাসাজ-এ আরামে চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে অঙ্গসংবাহক রূপে আমাদের ক্ষৌরকার যেরকম অক্লেশে হাত, কাঁধ, পিঠ, গলার পেশি মর্দন করেন, তা নিশ্চয়ই তাঁদের 'বার্বার-সার্জেন'-এর ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তাই হর্ষবর্ধনের অভিজ্ঞতা আর সুইনি টড-এর ভয় ঝেড়ে ফেলে আগামী মাসে আবার যাব ওইদিকে। খরচা বেশি? বলতে পারেন, তবে ন্যাড়া বেলতলায় একবার নয়, যাবেই বারংবার।